গণতন্ত্র একটি বাতিল ধর্ম

শায়েখ জসিমউদ্দিন রহমানি হাফিঃ

Messenger
(বাংলা)

গণতন্ত্র একটি বাতিল ধর্ম

এবং এ ব্যপারে সংশয় সমূহের জবাব

❖ প্রশ্ন-১। গণতন্ত্রের অর্থ এবং সংজ্ঞা কি?

উত্তর:-গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ হল Democracy. Democracy শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ Demos ও Cra:us থেকে উদ্ভুত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Cra:us অর্থ 'পরিচালনা'। Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে, তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফল ঘটে।

আইনের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল হামিদ মিতওয়ালী বলেন: শাসন ব্যবস্থায় 'গণতন্ত্র' জাতির প্রভূত্বের (রবের) নীতিতে পরিণত হয়েছে, অধিকন্তু সংজ্ঞানুযায়ী প্রভুত্ব হচ্ছে সেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যার উপর অন্য কোন কর্তৃত্ব নেই।[১]

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ যোসেফ ফ্রাংকেল বলেন: প্রভূত্বের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব যা এর উপরে অন্য কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না এবং যার পশ্চাতে সিদ্ধান্তসমূহ পূনর্বিবেচনা করার মত কোন বৈধ কর্তৃত্বেও অধিকারী নেই।[২]

❖ প্রশ্ন-২। গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাংসদদেরকে মানা, নির্বাচনে ভোট দেয়া শিরক কেন?

উত্তর: Democracy এমন একটা পদ্ধতি যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। এই কাজটি হয় কোন সভা অথবা সংসদে। এবং এই পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে ঐ সকল আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফল ঘটে। মানুষকে মানুষের 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গনতন্ত্র। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

"এবং আল্লাহ্ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।"[৩] তিনি আরও বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?"[৪]

মুহাম্মদ আল-আমিন আশ-শানক্বিতি (রহ:) বলেন: 'কুরআনের এই আয়াতগুলো যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রণীত এবং রাসূল (স:) এর মুখ নি:সৃত আইনের পরিবর্তে শয়তান ও তার সাহায্যকারীদের মুখ নি:সৃত স্বরচিত আইনের আনুগত্য স্পষ্ট কুফর এবং শির্‌ক। এতে কোন সন্দেহ নেই'।[৫]

সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন অস্তিত্বই থাকবে না নির্বাচন ব্যতীত। জনগণ যদি নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। যেহেতু কেউ কোন প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিবে না তাই নির্বাচিত কোন সাংসদ পাওয়া যাবে না যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে অথবা সরকারের নীতিমালার বাস্তবায়ন করবে।

শা্ইখ আবু বাসির মুস্তফা হালিমাহ বলেন: 'প্রথমত: যে নীতির উপর গণতন্ত্র স্থাপিত তা হল "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সাধারণ জনগণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন, যে প্রতিনিধিরা আইন তৈরী ও প্রণয়নের কাজ করবে। অন্য কথায় গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নকারী এবং যার আনুগত্য করা হয় আসলে সে আল্লাহ্ নয় বরং একজন সাধারণ মানুষ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যার ইবাদত অথবা আনুগত্য করা হয় সেও একজন জনগণ, একজন মানুষ, একজন সৃষ্টি, সে মহান আল্লাহ্ নয়। এটাই হল কুফর, শির্‌ক এবং

---

[১] Dr. Hamid Mitwali's Ruling System in Devoloping Country সংস্করণ ১৯৮৫, পৃঃ ৬২৫।

[২] যোসেফ ফ্রাংকেলের the International Relationship তুহামা পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃঃ ২৫।

[৩] সূরা রা'দ ১৩:৪১।

[৪] সূরা শূরা ৪২:২১।

[৫] আদ্বওয়া আল-বাইয়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৮২-৮৫।

পথভ্রষ্টতার মূল অস্তিত্ব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহ ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবেই দুর্বল এবং অজ্ঞ লোকেরা শাসন-কর্তৃত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একক ইলাহিয়্যাতের সাথে শরীক করে।'[৬]

শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন: 'তাদের নিজেদের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যারা ভোট দেয় তাদেরকে (সাংসদ), তারা অনুসরণ করছে কেননা ভোটাররা বস্তুত: তাদের পক্ষে শির্‌কের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করছে। কারণ এই প্রতিনিধিরাই আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন-প্রণয়নের কাজে হাত দেয় এবং এভাবেই ভোটাররা সংসদ সদস্যদেরকে শির্‌কের বাস্তবায়নের অধিকার দেয় এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি আইন প্রণয়নকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে।

আমরা যদি একবারের জন্যেও ভোটারদের কার্যকলাপ এবং যখন কোন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় তার কার্যকলাপকে একত্রিত করি তাহলে তাদের উভয়ের দ্বারা কৃত কুফর বা শির্‌কের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

❖ প্রশ্ন-৩। গণতন্ত্র শিরকী এবং কুফরী দিকসমূহ কি?

উত্তর: ইসলাম সম্পর্কে যার ন্যুনতম জ্ঞান আছে তিনি বুঝতে পারবেন মানুষকে মানুষের 'রব' হিসেবে উপস্থাপন করেছে এই গণতন্ত্র। কারণ 'গণতন্ত্র' এমন একটা পদ্ধতি যার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় এবং যা আল্লাহ্‌র ঐ অধিকারের বিপক্ষে আচরণ করতে শেখায় যা একমাত্র আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত। এবং এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র পরিশুদ্ধ একটি ইবাদত হতে ফিরিয়ে শির্‌কের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করায়। এটি মানুষকে আইন প্রণয়নকারীর স্তরে পৌঁছে দেয়। অথচ একমাত্র আইন প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

"এবং আল্লাহ্‌ হুকুম দেন, তাঁর হুকুমকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।"[৭] তিনি আরও বলেন:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেন নি?"[৮]

এই সকল আইন প্রণয়নকারী জনপ্রতিনিধিরা যখন জনগণের জন্য আইন নির্ধারণ করে তা দ্বিধাযুক্ত অবস্থায় অথবা নির্দিধায়ে তারা সেটা মানতে বাধ্য থাকে। এভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাসমূহ প্রতিনিধিত্ব পায় আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আদেশ গুলোর উপর। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

أَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً۔ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

"তুমি কি দেখ না তাকে যে তার কামনা-বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে? তুমি কি মনে কর যে ওরা অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।"[৯]

অতএব মানবাধিকারের নামে বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং বিচারের ভার সে মিথ্যা উপাস্যের কাছে অর্পন করে, আর তারাই হল 'তাগুত' এই অন্যায় অধিকার বাস্তবায়নের অপর নামই হল আল্লাহ্‌র বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করা। যে সব মানুষ অথবা পদ্ধতিগুলো আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আইনের বিরুদ্ধে শাসন করে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকেই 'তাগুত' বলে সাব্যস্ত করেছেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

"আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা দাবী করে যে তারা বিশ্বাস করে আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে। অত:পর তারা তাগুতের কাছে তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে এর (তাগুতের সাথে) কুফরী করার আদেশ দেয়া হয়েছিল---।"[১০]

---

[৬] হুকুম আল ইসলাম ফী আদ্-দিমুক্রাতিয়্যাহ আত-তা'দ্দুদিয়্যাহ আল-হিযবিয়্যাহ, পৃ:২৮।
[৭] সূরা রা'দ ১৩:৪১।
[৮] সূরা শূরা ৪২:২১।
[৯] সূরা ফুরকান ২৫: ৪৩-৪৪।
[১০] সূরা নিসা ৪:৬০।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন: "আল্লাহ্‌র ইবাদত বাদ দিয়ে অথবা সত্য পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তির উপাসনা বা ইবাদত করা হয়; অথবা ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনও আদেশ দেয় তাহলে সেই হল 'তাগুত'। এই কারণে যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত শাসন করে তারাই হল 'তাগুত'।"[১১]

এখন সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা জেনে গেছে গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য কি? এর মূল লক্ষ্য হল অধিকাংশের ইচ্ছার ভিত্তিতে জনসাধারণকে শাসন করা যা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বিপরিতে ঘোষণা করে।

❖ **প্রশ্ন-৪। গণতন্ত্র ইসলামিক শূরার মত এই যুক্তিতে যারা এতে অংশগ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?**

উত্তর:- কিছু অজ্ঞ লোকেরা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের বৈধতা দেয়ার জন্য এক ইসলামিক শূরা বা মজলিসে শূরার সাথে তুলনা দেয়। তারা বলে গণতন্ত্র ইসলামিক শূরার অনুরূপ। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা এইসব অজ্ঞ লোকদের জবাবে বলতে চাই-

প্রথমত: নামের পরিবর্তনের কারনেই মূল বিষয় পরিবর্তন হয়ে যায় না। মদকে যেরূপ ইসলামিক মদ লেভেল এটে দিলেই তা হালাল হয়ে যায় না, তেমনি বাতিল দ্বীন গণতন্ত্র কখনই ইসলামিক লেভেল এটে দিলে তা জায়েজ হয়ে যায় না। বরং তারা তাদের এসব বাতিল যুক্তির মাধ্যমে লোকদের প্রতারিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ বলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ [البقرة/٩]

"তারা আল্লাহ্ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।"[১২]

দ্বিতীয়ত: গণতন্ত্র ইসলামিক শূরার সামঞ্জস্য অবশ্যই নয়, কারন সবাই জানে যে, সংসদীয় সভা হচ্ছে শিরক্ এবং কুফরীর আড্ডাখানা, যেখানে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নতুন আইন তৈরী করা হয়, আল্লাহর হালাল হারামকে পরিবর্তন করা হয়। অথবা আল্লাহর আইনের কোন তোয়াক্কাই করা হয় না। নিজেরাই আইনদাতার রবের আসনে বসে। এ যেন এরূপ উদাহরন যা আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন-"ভিন্ন ভিন্ন অনেক মাবুদ ভাল নাকি এক ইলাহ। তাঁর পাশাপাশি যার ইবাদত তোমরা কর কিছু নাম ব্যতীত কিছুই না যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি।"[১৩]

সুতরাং গণতন্ত্রকে ইসলামিক শূরার সাথে তুলনা দেয়া হচ্ছে, তাওহীদকে শিরকের সাথে, ঈমানকে কুফরীর সাথে তুলনা দেয়ার মত। এটা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যারোপ। এটা হচ্ছে হক্বের সাথে বাতিলের মিশ্রণ, হেদায়েতের সাথে পথভ্রষ্টতার মিশ্রণ, নুরের সাথে জুলমের মিশ্রন। একজন মুসলিমের অবশ্যই ইসলামিক শূরার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হবে, তাহলে জানতে পারবে এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পাথ্যক্য। শূরা হচ্ছে শারয়ী পথ ও পদ্ধতি, অপরদিকে গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের নাফস ও খাহেশাতকে পূরন করার জন্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের তৈরীকৃত পদ্ধতি। আল্লাহ (সুব:) বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [الشورى/٢١]

"ওদের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?"[১৪]

ইসলামিক শূরা হচ্ছে আল্লাহর আইনকে, তার শরীয়াকে বাস্তবায়নের জন্য, অপরদিকে গণতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর শরীয়া ও বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষের উপর মানুষের আইনকে বাস্তবায়নের জন্য। আল্লাহ (সুব:) বলেন,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

"বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।"[১৫]

গনতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস, অধিকাংশ জনগন যা চাইবে তাই বাস্তবায়ন হবে, অর্থাৎ গনতন্ত্রে অধিকাংশ জনগন বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিরাই হচ্ছে রব এবং ইলাহ। কিন্তু ইসলামিক শূরার ব্যক্তিরা আদেশের অধীন, তারা বাধ্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করতে এবং কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আমিরদের আনুগত্য করতে। ইসলামিক নেতারা অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। বরং অধিকাংশ বা সবাই নেতার আনুগত্য করতে বাধ্য যতক্ষন না তিনি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেন।

গণতন্ত্র এবং এর আহবায়করা আল্লাহর আইন ও ফায়সালার কাছে আত্মসমর্পন করে না। Democracy বা গনতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে কাফেরদের ভূমিতে, এবং বেড়ে চলেছে সেখানে এবং দুনিয়াব্যাপী মানুষদের শিরক, কুফরের দিকে নিয়ে

---

[১১] আল-ফাতওয়া, খন্ড-২৮, পৃ:২০০।
[১২] সূরা বাক্বারাহ ২:৯।
[১৩] সূরা ইউসুফ: ৩৯, ৪০।
[১৪] সূরা শূরা ৪২:২১।
[১৫] সূরা ইউসুফ ১২:৪০।

যাচেছ। মদ, জুয়া, সুদ, বেশ্যাবৃত্তি, লটারী, সমকামিতাসহ অনেক হারাম এবং খারাবীকে অনুমোদন দিয়েছে এই গণতন্ত্র, যেহেতু তা অধিকাংশ জনগন কামনা করে।

সুতরাং যারা এহেন গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে তুলনা দেয়, তাদের লজ্জা করা উচিত, আল্লাহকে ভয় করা উচিত কিসের সাথে তারা কিসের তুলনা দিচ্ছে। নিজেদের খারাবীকে জায়েজ করার জন্য এরূপ বাতিল উপমা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যার নুন্যতম সাধারন জ্ঞান আছে সে বুঝতে পারবে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য ইসলাম এবং গনতন্ত্রের মাঝে।

❖ **প্রশ্ন-৫। মিশরের তৎকালীন রাজসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে ইফসুফ (আ:) এর যোগদানকে যারা অপব্যাখ্যা করে গনতন্ত্রে যোগদানের দলীল হিসেবে গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?**

উত্তর:- মহান আল্লাহ্ বলেন:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف/٥٤-٥٦]

"রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে আস; আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। অত:পর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, আজ তুমি তো আমাদের নিকট মর্যাদাশীল বিশ্বাস ভাজন হলে। ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের ধনভান্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি তো উত্তম ও সুবিজ্ঞ রক্ষক।' এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি। আমি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিফল নষ্ট করি না।"[১৬]

তাই যারা ইউসুফ (আ:)-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এই আয়াতটি প্রদর্শন করে দলিল হিসাবে তারা বলতে চায় যেহেতু ইউসুফ (আ:) একজন অমুসলিম রাজার রাজ্যে মন্ত্রী পরিষদে যোগ দিতে পারেন তাহলে কেন আমাদের পক্ষ হয়ে একজন প্রার্থী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবে-এটা গ্রহণযোগ্য হবে না?

যারা এই আয়াতগুলোকে তাদের পক্ষে দলিল হিসাবে ব্যবহার করে তারা হয়তো ভুলে গেছে কারাগারে ইউসুফ (আ:) তাঁর দুই সাথীকে কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ [يوسف/٤٠]

"বিধান দিবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি আদেশ দিয়েছেন- তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করার জন্য। ইহাই শ্বাশত দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা সম্পর্কে অবগত নহে।"[১৭]

তাহলে আমরা কিভাবে বলব যে, ইউসুফ (আ:) ঐ রকম একটা সরকার ব্যবস্থাকে সাহায্য করেছিলেন অথবা তাদের সাথে আপোষ করেছিলেন যারা মানব রচিত আইন প্রণয়ন করেছিল যখন তিনিই অন্যদেরকে এই বিধান/ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন এই বলে যে "বিধান দেবার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্রই।"

প্রথমত: যারা এই (১২:৫৪-৫৬) আয়াতগুলোকে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে, দলিলের অভাবে তাদের দাবিকে প্রমাণ করার জন্য যে, তৎকালীন সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত ইউসুফ (আ:)-এর শরীআহ্ সম্মত নয় এবং এই উদাহরণের দ্বারা আর কিছুই নির্দেশ করার নেই। বরং এই আয়াতগুলো দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন রাজা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন

عن أبي إسحاق الكوفي ، عن مجاهد قال: أسلم الملك الذي كان معه يوسف.

ইবনে জারীর আত-তাবারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহ:) বলেন: "ইউসুফ (আ:) এর সময় যেই রাজা ছিলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন"।[১৮]

আল-বাঘাবী বলেন: "মুজাহিদ (রহ:) ও অন্যান্যরা বলেছেন: ইউসুফ (আ:) তাদেরকে অতিবিনয়ের সাথে ইসলামের দিকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হননি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা এবং আরও অনেক লোক ইসলামে প্রবেশ করে।"

আরও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ:) নিজে একজন শাসকও ছিলেন বটে কেননা মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁর উপর মিশরের শাসন ভারও ন্যস্ত হয়েছিল।

ইবনে জারীর আত-তাবারী, আস-সুদ্দী হতে বর্ণনা করেন: রাজা, ইউসুফ (আ:)-কে মিশরের উপর নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষেও একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করতেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য যত বিষয় ছিল তা তদারকি করতেন। এর প্রমাণ সূরা ইউসুফ, ৫৬ আয়াতের শেষ অংশে পাওয়া যায়:

---

[১৬] সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৬।

[১৭] সূরা ইউসুফ ১২:৪০।

[১৮] জামি আল-বাইয়ান আত-তাওয়ীল আই আল-কুরআন, ৯/২১৭।

{وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ} [يوسف: ٥٦]

“এই ভাবে আমি ইউসুফ (আ:)-কে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; যে সেই দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।”

“... সেই দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতেন...”, এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে জারীর আত-তাবারী, ইবনে যায়েদ (রা:) হতে বর্ণনা করেন ‘মিশরের সকল কর্তৃত্ব ইউসুফের (আ:) কাছে হস্তান্তর করা হয়ে ছিল এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চুড়ান্ত।’

আল-কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা:) ইউসুফ (আ:) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তাঁর বিছানার উপর বসলেন এবং রাজা তার পরিষদবর্গ এবং স্ত্রীগণসহ তাঁর সাথে পরিচয় পর্বের জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং মিশরের সকল কর্তৃত্ব তাঁর (আ:) কাছে হস্তান্তর করা হয়।” এ সম্পর্কে আল-কুরতুবী বলেন: “যখন রাজা, ইউসুফ (আ:)-এর উপর দায়িত্ব সমর্পন করলেন তখন তিনি (আ:) সাধারণ জনগণের উপর উদার প্রকৃতির মনোভাব পোষণ করলেন এবং তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি তাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাই পুরুষ-মহিলা উভয়ই তাকে ভালোবাসতো। এই একই ধরনের কথা পাওয়া যায় আব্দুল ওয়াহ্হাব, আস-সুদ্দী এবং ইবনে আব্বাস (রা:) ও অন্যান্যদের বর্ণনায় ইউসুফ (আ:) এর প্রতি রাজার উক্তিতে যখন রাজা, তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দেখেছিলেন শাসন কর্তৃত্ব এবং ন্যায়বিচার প্রথা প্রচারের ক্ষেত্রে। রাজা বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমতা দান করলাম, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি করতে পারো। এবং আমরা তোমার একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আমি তোমার আনুগত্য করব এবং আমি তোমার কোন বিষয়ের সহযোগীর চেয়ে বেশী কিছু নই।[১৯]

তাই এক্ষেত্রে যদি এইরকম কোন সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাজা ইসলামে প্রবেশ করেছিল তাহলে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে (১২:৫৪-৫৬) দলিল হিসাবে ব্যবহার করাটা প্রশ্নের সম্মুক্ষীন হবে এবং ভূল হবে। কেননা ইসলামের একটা নীতি হল, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال “যদি কোন সম্ভবনা/ সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

❖ প্রশ্ন-৬। দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপের পক্ষ অবলম্বন করার নীতিতে যারা গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের দলীল গ্রহণ করে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব কি?

উত্তর:- গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকে:

১) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেয়া।

২) অন্য দিকে, কাউকে যদি ভোট না দেয়া হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া।

আসলে ইসলামের বেশীরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে কিন্তু এর প্রয়োগ করে ভুল অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায় যেখানে ঐ নীতি খাঁটে না।

বিশেষ করে এই নীতিটির ক্ষেত্রে তাদের ভুল হলো, তারা এর প্রয়োগ বোঝেনি। শুধুমাত্র সেখানেই এটি প্রয়োগ করা যাবে যেখানে, দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে যদি বাধ্য করা না হয়- তাহলে সেখানে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তা হলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নয়- যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়: কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদের কেউ বাধ্য করছে না; তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শির্ক করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শির্ক (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে আইন তৈরীর অধিকার দেয়া) অনেক অনেক বেশী ক্ষতিকর।

❖ প্রশ্ন-৭। ‘‘ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা’’ এই নীতি গনতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ভূল কিভাবে?

উত্তর:- এই এই নীতির দোহাই দিয়ে যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে জায়েয করতে চায় তাদের ভাষ্য হলো, এমন একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করলে, যার কর্মপন্থা মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর এবং একটি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

---

[১৯] আল-জামী'লি আহকাম আল-কুরআন, খন্ড ৯/২১৫।

প্রথমেই বলতে হয়, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হলো শির্ক। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র তাওহীদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে তার কাছ থেকে সুবিধা আদায় করাকে কি করে সমর্থন করা যায়। সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলো বর্জনীয় এবং এর দ্বারা মুসলিমদের ভোট দানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

আর যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থেই কোন সুবিধা থেকে থাকে তাহলে- তার পরেও এটি হালাল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [البقرة/٢١٩]

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন: এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, তবে মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।"[২০]

ইবনে কাসির (রহ:) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, "এসবের লাভগুলো সবই ইহলৌকিক। যেমন, এর ফলে শরীরের কিছু উপকার হয়, খাদ্য হজম হয়, মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায়, একপ্রকারের আনন্দ লাভ হয়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এর ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনা আছে। একইভাবে জুয়াখেলাতেও বিজয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এগুলোর উপকারের তুলনায় ক্ষতি বা অপকারই বেশী। কেননা, এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাওয়ার সাথে সাথে দ্বীনও ধ্বংস হয়ে থাকে।" আর একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"কিন্তু এর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বেশী।"[২১]

একইভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও কিছু সুবিধা বা লাভ থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় নিজ দ্বীনের জন্য যেকোন লাভের চাইতে অনেক অনেক গুন বেশী ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বেশী বড় গুনাহ হলো শির্ক আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা এবং এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ।

❖ প্রশ্ন-৮। "আমলসমূহ সর্বোপরী নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" এই ভিত্তিতে যারা বলে আমরা ভাল নিয়্যাতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করি তাদের এ কথা বাতিল কিভাবে?

উত্তর:- "আমরা তো এটা মুসলিমদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য করছি; যাতে মুসলিমদের সুবিধা হয়"- এভাবেই অনেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার পক্ষে অজুহাত দাঁড় করায়। তারা বলতে চান যেহেতু, একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়্যতে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোন সমস্যা নেই- এটি বরং প্রশংসনীয়।

আসলে এই মারাত্মক ভুলটি তারা শুধু এখানেই করছে তা নয়। প্রথম কথাটি হলো, উত্তম নিয়্যত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সাওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। আবু হামিদ আল গাজ্জালী (রহ:) বলেন: "গুনাহ্, এগুলোর প্রকৃতি কখনো নিয়্যতের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ (স:) এর হাদীস (প্রত্যেক আমলই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) থেকে অজ্ঞ বা জাহিল লোকেরা এভাবেই সাধারণ অর্থে ভুল বুঝ নেয়, তারা মনে করে যে, নিয়্যতের দ্বারা একটি গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের মনকে খুশী করার জন্য কারো গীবত করে, অথবা ঐ ব্যক্তি যে অন্যের টাকায় অভাবীদের আহার করায়, অথবা কেউ যদি হারামের পয়সায় স্কুল, মসজিদ বা সৈন্যদের ক্যাম্প তৈরী করে দেয় উত্তম নিয়্যতে, তখন তাদের গুনাহ ইবাদতে পরিণত হয়! এসবই জাহেলীয়াত বা মূর্খতা, এই সীমালংঘনের ও অপরাধের উপর এর নিয়্যতের কোন প্রভাব নেই। বরং ভালো উদ্দেশ্যে খারাপ কাজ করার এই নিয়্যত শরীয়তবিরোধী, যা আরেকটি অন্যায়।"

ইমাম গাজ্জালী (রহ:) আরও বলেছেন: "সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স:) এই বাণী: "প্রত্যেক আমলই তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" তিনটি জিনিসের (ইবাদত, মুবাহ ও গুনাহ) এর মধ্যে শুধুমাত্র আনুগত্য ও মুবাহ (অনুমতি প্রাপ্ত আমল)-এর মধ্যে সীমিত, গুনাহের জন্য নয়। এটা এই কারণে যে, আনুগত্য গুনাহ-তে পরিণত হয় (খারাপ) নিয়্যতের দ্বারা। বিপরীত দিকে, একটি খারাপ কাজকে কখনোই নিয়্যতের দ্বারা আনুগত্যে পরিণত করা যায় না।"[২২]

শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ, অপর শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বাজ এর ফাতওয়ার সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি (বিন বাজ) সংসদ সদস্য হওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়াকে অনুমতি দিয়েছেন। শেখ আব্দুল কাদির বিন

[২০] সূরা বাকারা ২:২১৯।
[২১] সূরা বাকারা:২১৯।
[২২] ইলাহইয়া উলুমুদ্দীন, ৪/৩৮৮-৩৯১।

আব্দুল আজিজ বলেন: "আমি বলি এই ফাতওয়াটি ভুল। ইমাম গাজ্জালী (রহ:)-র যে উদ্বৃতি আমরা দিয়েছি সেই অনুযায়ী, গুনাহ কখনো নিয়্যতের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া কুফর হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুনাহর একটি। আর পার্লামেন্টে অংশ নেয়া হলো কুফর, এটা নিয়্যতের কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এটা এই কারণে যে, পার্লামেন্ট হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগের একটি মাধ্যম। সুতরাং এতে অংশ নেয়া বা ভোট দেয়ার রায় জানতে হলে গণতন্ত্র সম্পর্কিত রায়ও জানতে হবে, আর এই রায়ও নির্ভর করে এর বাস্তবতা জানার উপর।"[২৩]

সুতরাং উত্তম নিয়্যত দিয়ে একটি গুনাহকে অনুমোদন দেয়া যাবে না। আর মুসলিমদের যুল্ম থেকে রেহাই দেয়ার নামে কুফর বা শির্ক করাতো কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে মুসলিমরা বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিমদেরকে সাহায্য করত।

❖ প্রশ্ন-৯। ''ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করার'' নামে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ বাতিল কিভাবে?

উত্তর:- গণতন্ত্রের পক্ষে যারা কথা বলে তারা এই নীতিটিও ব্যবহার করে থাকে। যে প্রার্থীর আদর্শ মুসলিমদের জন্য কম ক্ষতিকর বা কিছুটা উপকারী তাকে নির্বাচিত করার সাথে তারা এই নীতিটির তুলনা করে। কারণ, এতে ভালো প্রার্থীর ভালো কাজে সহায়তা করে মন্দ প্রার্থীকে বাঁধা দেয়া হচ্ছে। এক শ্রেণীর লেখকরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকে বৈধ বলেই ক্ষান্ত হয় না - গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য, পবিত্র দ্বায়িত্ব্য বলে মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। শুধু তাই নয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং মানুষদের এটা থেকে বিরত থাকতে বলে তাঁদেরকে এইসব লেখক যালিম বলে আখ্যা দিয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শির্ক, আর এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে আইন রচনার জন্য- যা সুস্পষ্ট শির্ক। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে, সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে উপরোক্ত নীতিটি কতটা ভুলস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা যেভাবে এই নীতিটি ব্যবহার করে, তা একেবারেই উল্টো, এই নীতির সঠিক ব্যবহার বরং তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, এর পন্থাটি শরীয়ত সম্মত হতে হবে। এক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো, ঐ মুনকার (খারাপ) নিষেধ করতে গিয়ে যেন আরো বড় মুনকার (ক্ষতি) না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। ইবনে কাইয়্যিম (রহ:) বলেন: "সুতরাং যদি কারো মন্দ কাজের নিষেধ করা আরো বড় মন্দের দিকে পরিচালিত করে যা আল্লাহ্ (সুব:) ও রাসূল (স:) বেশী অপছন্দ করেছেন (প্রথম মন্দের চেয়ে), তাহলে তা নিষেধ করা বৈধ নয়। যদিও আল্লাহ্ (সুব:) এটি (প্রথম মন্দ) অপছন্দ করেন এবং এটি যারা করে তাদের অপছন্দ করেন।[২৪]

যারা মন্দ প্রার্থী আর ভালো প্রার্থীর কথা বলে নির্বাচনে অংশ নেয়াকে বৈধ করে; তারা এ মন্দ ঠেকাতে শির্ক বা কুফরীর মতো মূল্য দিতে বলে। দুটি জিনিসকে মেপে দেখুন তো, সমান হয় কিনা। আল্লাহ্ বলেছেন: وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ "ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"[২৫] এখানে, ফিৎনা বলতে আল্লাহ্ (সুব:) শির্ক ও কুফরীকে বুঝিয়েছেন, যা অধিকাংশ তাফসীরে পাওয়া যায়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন: "যদিও হত্যা করার মাঝে পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে তবে কাফিরদের ফিৎনার (কুফরী) মাঝে রয়েছে তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ এবং অমঙ্গল।" *(আল ফাতওয়া-২৮/৩৫৫)*

শায়খ আলী আল-খুদাইর তাঁর "লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ্ - এই সাক্ষ্য দানে আহবান" বইটিতে শেখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহ:) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: "আল-ফিৎনাহ হলো কুফর। সুতরাং সমস্ত বেদুঈন ও নগরবাসী যদি যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যায় তা অনেক কম গুরুতর ঐ জমীনে একটি তাগুতকে নির্বাচন করার চেয়ে যে এমন আইনে শাসন করে যা ইসলামের শরীয়াত বিরোধী।"

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শির্ক করা যাবে না, তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এটা এই জন্যই যে মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে শির্ক করার মাধ্যমে।

❖ প্রশ্ন-১০। ''নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণ করার অনুমতি'' এই যুক্তিতে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্ত কিভাবে?

উত্তর:- যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন, তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য একটি জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে, সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল।

---

[২৩] আল-জামি ফি তালাব আল ইলম আশ শারীফ-১/১৪৭-১৪৮।

[২৪] ই'লাম আল মুওয়াক্কীন, খন্ড ৩, পৃ: ৪।

[২৫] সূরা বাকারা ২:২১৭।

এই নীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিৎ যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত: অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে 'প্রয়োজন' বা 'জরুরী' বলা যায় না। সুতরাং আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন আমরা সত্যিকার প্রয়োজন ছাড়া এর নীতির নমনীয়তাকে ব্যবহার না করি। মানুষের 'প্রয়োজন' বা জরুরী অবস্থা ৫ প্রকারের: ১. দ্বীনের জন্য আবশ্যকীয় ২. জীবনের জন্য আবশ্যকীয় ৩. মানসিক সুস্থতার জন্য আবশ্যকীয় ৪. রক্ত (বংশ) বা সম্মান রক্ষার্তে আবশ্যকীয় ৫. সম্পদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়।
এই সকল প্রয়োজনীয়তা সমান পর্যায়ের নয়। যেমন, কারো জ্বিনা করা বা কোন মাহরাম মহিলাকে নিকাহ (বিবাহ) করার অজুহাত কখনো এই হতে পারেনা যে, আমার যৌন আকাঙ্খা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সকল প্রয়োজনকেই এই নীতির আওতায় ফেলা যাবে না, এক্ষেত্রে একটি সীমারেখা আছে।
দ্বিতীয়ত: শির্ক বা কুফরের ক্ষেত্রে এই নীতি কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শির্ক এবং কুফর থেকে নিজেকে রক্ষা করাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার, মানুষের দ্বীন রক্ষা করাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। একটি প্রয়োজন রক্ষা করতে গিয়ে আরো বড় প্রয়োজন বিসর্জন দেয়া কখনোই অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইকরাহ (চূড়ান্ত জোর জবরদস্তি)-এর ক্ষেত্রেই এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা শির্ক ও কুফরকে হালাল করার জন্য এমন একটি নীতির সাহায্য নেয়ার কথা কিভাবে ভাবতে পারি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেছেন: "নিশ্চয় যেসব বস্তু হারাম; এর মধ্যে যেসব বস্তু কোন অবস্থাতেই ইসলামের শরীয়াতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, (সেগুলো) না আবশ্যকীয়তায় আর না এছাড়া অন্য কোন কারণে অনুমোদনযোগ্য, যেমন, শির্ক, অবৈধ যৌনাচার এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলা এবং স্পষ্ট সীমালংঘন। এই চারটি বিষয় হলো সেইগুলো যার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ (সুব:) বলেছেন:
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
"বলুন: আমার রব হারাম করেছেন যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অসংগত বিরোধীতা, আল্লাহ্‌র সাথে এমন কিছু শরীক করা যার কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।"[২৬]
শেখ আলী আল খুদাইর, শেখ হামাদ বিন আতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার উপর জবাইয়ের সময় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালংঘনকারী না হয় তার কোন পাপ হবেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।"[২৭]
সুতরাং এখানে 'অনন্যোপায়' অবস্থায় থাকাকে শর্ত করা হয়েছে, যেন এগুলো কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অন্যায় বা সীমালংঘন থেকে না খায়। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে (প্রয়োজন এবং জোর-জবরদস্তি) পার্থক্য অস্পষ্ট বা গোপন নয়।" তিনি (ইবনে আতিক) আরো বলেছেন: "এবং অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য মৃত বস্তু খাওয়ার অনুমতির মাঝে কি এমন কিছু আছে যা স্বেচ্ছায় দ্বীন ত্যাগ করাকে সমর্থন করে? এ ধরনের তুলনা কি এমন নয় যে, একজন ব্যক্তি তার বোন বা মাকে বিয়ে করল, সেই নীতির ভিত্তিতে যেখানে একজন স্বাধীন মানুষকে একটি দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা তার বিয়ে করার যোগ্যতা নেই (একজন স্বাধীন নারীকে)? এই বিভ্রান্তি ছড়ানো মানুষগুলো তাদের চেয়েও বেশী (বাড়াবাড়ি) করছে যারা তুলনা করে- إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا "বেচাকেনা তো সুদের্‌ই মতো।"[২৮]

❖ প্রশ্ন-১১। "জোর জবরদস্তি বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে কুফরী ক্ষমার যোগ্য" মানুষ কিভাবে এর অপপ্রয়োগ করে গনতন্ত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপারে?

উত্তর:- এর আগে আমরা এ ব্যাপারে প্রমাণ দিয়েছি যে প্রয়োজনে কুফর বা শির্ক করার কোন অনুমতি নেই। আমরা এখন যে নীতিটি আলোচনা করবো তা হচ্ছে নির্বাচনের পক্ষ অবলম্বনকারীদের শেষ অস্ত্র। তারা যেকোন উপায়ে বলতে চায় যে, এটি একটি ইকরাহ (জোরজবরদস্তি) সংক্রান্ত বিষয়। হ্যাঁ, আমরাও বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই

---

[২৬] সূরা আরাফ ৭:৩৩।
[২৭] সূরা বাকারা ২:১৭৩।
[২৮] হিদায়াত আত-তারিক, পৃ:১৫১।

জোরজবরদস্তি নিপীড়নের স্বীকার হয়, তাহলে তার জন্য এটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু, আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এই ক্ষেত্রে ইকরাহর সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। প্রথম কথা হলো, এই নীতিমালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে। এক্ষেত্রে যে তাকে জোর করানো হয়েছে, সেই প্রমাণ থাকতে হবে।
ডঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল ওয়াহাবী বলেন, "এটা সেই প্রকারের যেখানে শুধুমাত্র ঐ নিপীড়িত ব্যক্তিকেই জোর করা হচ্ছে এবং তার আর কোন উপায় বা ক্ষমতা নেই।"[২৯]
সুতরাং, যারা এই যুক্তি দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে বৈধ করে তারা কখনোই এই দাবী করতে পারে না যে তাদেরকে এই কাজ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। কারণ, এখানে মুসলিমদেরকে বলা হয় 'স্বতস্ফুর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করুন'।
'ইক্‌রাহ'-এর শর্তের ব্যাপারে ইবনে হায্‌র (রহঃ) বলেনঃ "ইকরাহ'র ৪টি শর্ত রয়েছেঃ
১) যে জোর করছে তার ঐ হুমকি বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে সেই সাথে যাকে জোর করা হচ্ছে সে এটি ঠেকাতে এমনকি এর থেকে পালাতেও অক্ষম।
২) এ ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট ধারণা আছে যে, সে যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুমকি তার ওপর পড়বে।
৩) তাকে যে হুমকি দেয়া হচ্ছে তা অতি নিকটে অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি এটা না কর, তোমাকে আগামীকাল মারব", তাহলে তাকে নিপীড়িত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে, তাহলো যদি নিপীড়নকারী একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় যা অতি অল্প এবং সাধারণত সে এই সময় পরিবর্তন করে না। ৪) যাকে জোর করা হয়েছে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে না যা দ্বারা বোঝা যায় যে সে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে।[৩০]

সুতরাং এই নীতিটি সঠিক যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কাউকে বাধ্য করা হয় তবে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমা যোগ্য। তবে আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা যেটাকে এখন ইকরাহ যা জোর-জবরদস্তি বলছেন তা আসলে ইকরাহ-র শর্তাবলী পূর্ণ করে না।

❖ প্রশ্ন-১২। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রায় কি? অজ্ঞতার ভিত্তিতে ভাল নিয়্যাতে যে গনতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তাকফীর করার পূর্বে করনীয় কি?

উত্তরঃ- যারা এই শির্‌কী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে তারা যে কুফরীতে লিপ্ত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিছু সন্দেহ-সংসয় ও ভুল ধারণার অজুহাতে তাদের এসব কাজ অনুমোদনযোগ্য নয়, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও সমানভাবে নিশ্চিত যে অনেক মুসলমান ব্যাপারটির আসল রূপ পুরোপুরি অনুধাবন না করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণে সকলের প্রতি আহবান জানায়। যদিও আমরা বলি না যে ভাল নিয়্যতে কোন কাজ করলেই তা শিরক ও কুফরী থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আসলে সঠিক ব্যাপার হল শিরক ও কুফরী করার ব্যাপারে অজ্ঞতা তাদের ভাল নিয়্যতের কারণে তাদের কুফরীর বাইরে নিয়ে আসে না।
অতএব, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কোন শির্‌ক বা কুফর করলেই সেটা মাফ হবে এমন কথা আমরা বলতে পারিনা। তবে **"যেহেতু অনেকেই এই বিশেষ (গণতন্ত্র) বিষয়ে অজ্ঞ আর তাছাড়া বিষয়টি আরও জটিল হয় যখন এটি জায়েজ করার লক্ষ্যে আলেমগণ ফিকহের সেই সব নীতির ভিত্তিতে নানান ফাতওয়া দেন, যেগুলো আমরা ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং এরকম অবস্থায় যে কাউকে তৎক্ষণাৎ কাফির বলাটা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা। যতক্ষন না তার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার তুলে ধরা হচ্ছে এবং এসকল বিভ্রান্তি অপসারণ করা হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত আমরা তাকে তাকফির করতে পারি না।"**
যারা তড়িঘড়ি করে সকল ভোটদানকারীকে তাকফির করে এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসী বলেনঃ "আর একারণেই আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদের কর্মকান্ডের বাস্তবতা এবং এর মধ্যে যেসব কাজ কুফর এবং তাওহীদ ও ইসলাম বিনষ্টকারী সেগুলো ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করার আগে এমন কাউকে (ভোটারকে) তাকফির করার জন্য ব্যস্ত হওয়া জায়েয নয়। এরপরও (জানার পরে) যদি সে ভোট দান করে তবে সে কুফরী করল। সুতরাং ভোটারদের ক্ষেত্রে পার্থক্য সমুহ অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, সবাই আইনপ্রণেতা তৈরীর উদ্দেশ্যে ভোট দেয় না তাদের (অজ্ঞতার কারণে) অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে তার কাছে সত্য প্রকাশ করার আগে তাকে তাকফির করা যাবেনা, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে, যে তার নিয়্যত জানেনা তার কাছে, মনে হবে যে, ঐ ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত আছে। কারণ, গণতন্ত্রেও ক্ষেত্রে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অপব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে; আর তাছাড়া 'গণতন্ত্র', 'পার্লামেন্ট' গুলো সবই

---

[২৯] নাওয়াকিদ আল ঈমান আল ইতিকাদিইয়্যাহ ওয়া যাওয়াবিত আত তাকফির ইনদাস সালাফ, ২/৭।
[৩০] ফাতহুল বারী, খন্ড ১২, পৃঃ ৩১১।

বিদেশী শব্দ, তাই অনেকেই বাস্তবতা না বুঝে এর কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মত যে এমন কিছু কথা মুখ দিয়ে বলেছে যার অর্থ সে নিজেই জানে না।

সুতরাং যারা গণতন্ত্র ও এতে ভোটদানের ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত জানে, তাদের একান্ত দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ক বিভ্রান্তিসমুহ দুর করা।

প্রশ্ন-১৩। ইসলাম ও গনতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যগুলো কি কি?

উত্তর:- ইসলাম ও গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক পার্থক্য-

গণতন্ত্র	*ইসলাম*
১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'জনমত'।	১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়।
২) সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম 'গণতন্ত্র'।	২) আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম।
৩) সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।	৩) সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ্‌।
৪) সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।	৪) সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্‌।
৫) মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।	৫) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
৬) মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।	৬) মানুষ হিসেবে সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন।
৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত।	৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরষে প্রভেদ বিদ্যমান।
৮) নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ সমাধিকার ভোগ করবে।	৮) শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
৯) পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোন বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা বা সমকামিতা কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র।	৯) শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত ইসলামে বর্জণীয়।
১০) গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড।	১০) শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান গরিষ্টের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।
১১) জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত এই অর্থে প্রগতি।	১১) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি।
১২) জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।	১২) চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।
১৩) মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।	১৩) আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত।
১৪) সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।	১৪) প্রত্যাদিষ্ট বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।
১৫) জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।	১৫) জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক।
১৬) গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত।	১৬) ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা/ প্রতিনিধি, কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।

"আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ ও তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুক।"